দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 21 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

৪৪ ফিরোজ

পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ শুরু॥ বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা, জিয়ার ঘোষণা ২৭ মার্চ

মোশতাক আহমেদ ॥ আগামী শিক্ষা বর্ষের জন্য প্রাইমারী লেবেলের পাঠ্যপুস্তক ছাপার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে মাধ্যমিক লেবেলের বই ছাপার কাজও শুরু হবে। আর নতুন বইয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের চাপিয়ে দেয়া বিকৃত ইতিহাসের পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে উল্লেখ করেই বই ছাপা হচ্ছে। আর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা করা হয় বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।

এনসিটিবির নয়া চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মসির উদ্দিন জনকণ্ঠকে বলেছেন, প্রাথমিক পর্যায়ের বই

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

পাঠ্যপুস্তক ছাপার

(প্রথম পাতার পর) ছাপা শুরু হয়ে গেছে। তিনি জানান, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কুলের বইয়ে বঙ্গবন্ধুর নামের আগে জাতির পিতা ও ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার বিষয়টি থাকছে। অবশ্য তিনি জানান, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত তার চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দেয়ার আগেই হয়ে গেছে। এখন শুধু আগের সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে। প্রসঙ্গত আগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইউসুফ ফারুকের আমলেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

দেশের সংবিধান সংশোধনযোগ্য হলেও স্বাধীনতার ঘোষণা কোন রকম পরিবর্তনযোগ্য নয়। স্বাধীনতার ঘোষণা হচ্ছে একটি দেশের মূলভিত্তি ও মৌলিক বিষয় যা অসংশোধনযোগ্য। অথচ এক রকম জোর করে তিন দশকের সমস্ত দলিল উপেক্ষা করে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের পাঠ্য বইয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাকে পাল্টে ফেলে বিদায়ী বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। ক্ষমতায় আসার পরপরই তড়িঘড়ি করে সংশোধন করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা, সমাজ, ইতিহাস ও পৌরনীতির বইয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেও সেটি বাদ দিয়ে জিয়াউর রহমানকে বানানো হয় স্বাধীনতার ঘোষক। শুধু তাই নয়, পাঠ্যপুস্তকে দেশের পাঁচ জাতীয় নেতার মধ্যে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে 'সর্বকালের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও সফল রাষ্ট্রপতি' হিসাবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার সাধ্যমতো চেষ্টা করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ও কঠোর সমালোচনা করা হয় বাঙালী জাতির জনক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে জিয়ার জীবনীতে লেখা হয় 'প্রভিশনাল বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তিনি (জিয়া) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ এবং আমার বাংলা বইয়ে মুছে ফেলা হয় শেখ মুজিবুর রহমানের 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিটিও। বইয়ের পাতা থেকে উধাও 'জাতির জনক' অভিধা।

এভাবে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর বিভিন্ন বইয়ে নানা কৌশলে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃতি ভাবে উপস্থাপন করায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাঠ্যবইয়ের বিকৃত ইতিহাস পাল্টে সঠিক ইতিহাস সংযোজনের সিদ্ধান্ত হয়। অবশেষে জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের চাপিয়ে দেয়া বিকৃত ইতিহাস পাল্টে ১৯৮২ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র অনুযায়ী স্বাধীনতার ঘোষণাসহ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করে বই ছাপার কাজ শুরু হয়েছে। কয়েকদিন হলো প্রাইমারী লেবেলের বই ছাপা কাজ শুরু হয়েছে বলে এক প্রকাশক জানান। প্রাইমারী লেবেলের চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বইয়ে বঙ্গবন্ধুর নামের আগে জাতির পিতা ছাপা হচ্ছে বলে এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে। মাধ্যমিক লেবেলেও বঙ্গবন্ধুর নামের আগে জাতির পিতা থাকছে। অবশ্য মাদ্রাসার বই এবতেদায়ী বইয়ে সেভাবে উল্লেখ নেই, যা আগেও ছিল না।